প্রাথমিক বৃত্তির ফল আগেই অনলাইনে প্রকাশ, ডিপিই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ফাইল ছবি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১০ জুলাই ২০২৬ | ১৯:০৩

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই ওয়েবসাইটে আপলোড করার অভিযোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার মো. মেহতাব কায়েসকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শুক্রবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সাখাওয়াৎ হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফলাফল যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশের পূর্বে ওয়েবপোর্টালে আপলোড করার ক্ষেত্রে যথাযথ নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ না করে ফলাফল ওয়েবপোর্টালে আপলোড করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ১২(১) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার মো. মেহতাব কায়েসকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।’

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবপোর্টালে আপলোডের তারিখ অর্থাৎ ৯ জুলাই থেকে তাকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, বরখাস্তকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরাকি ভাতা প্রাপ্য হবেন। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মাহবুবা আইরিন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশ এ ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক মো. মিরাজুল ইসলাম উকিল। অন্য সদস্যরা হলেন- উপবৃত্তি বিভাগের শিক্ষা অফিসার মো. জিয়াউল কবির সুমন, প্রশাসন ২-এর সহকারী পরিচালক মোছাম্মদ রোখসানা হায়দার।

অফিস আদেশে বলা হয়, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ এর ফলাফল গত ৮ জুলাই চূড়ান্ত করা হয়। প্রস্তুত করা ফলাফল ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার জন্য প্রয়োজনীয় লিংক তৈরীর জন্য সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার মো. মেহতাব কায়েসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলাফল যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকাশের আগে তা ওয়েব পোর্টালে আপলোড না করার জন্য তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু গত ৯ জুলাই সকাল ১০টায় ঢাকা বিভাগের ৯টি জেলার ফলাফল ওই লিংকসমূহে আপলোড করা হয়। অল্প সময়ে সচল থাকায় এ লিংকসমূহ হতে সাধারণ ব্যবহারকারীরা ফলাফল ডাউনলোড করে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে।

অন্তর্বর্তী সরকার তিন বছর পর ২০২৫ সালে আবার বৃত্তি পরীক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা গত ১৪ এপ্রিল শুরু হয়ে ১৮ এপ্রিল শেষ হয়।

এর আগে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হত। পরের বছর তা বন্ধ করে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়। পরে ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ফের ‘পরীক্ষামূলকভাবে’ প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়।

এবার প্রাথমিকের বৃত্তির জন্য মোট ৮২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে। পরীক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী, ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ এই দুই ক্যাটাগরিতে বৃত্তি পাবে শিক্ষার্থীরা। ট্যালেন্টপুলে বা মেধাবৃত্তি পাবে সংখ্যা ৩৩ হাজার। আর সাধারণ বৃত্তি পাবে সাড়ে ৪৯ হাজার। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তরা এককালীন ২২৫ টাকা এবং মাসিক ৩০০ টাকা পাবে। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তরা এককালীন ২২৫ টাকা এবং মাসিক ২২৫ টাকা পাবে।